বালির সম্মেলন ------ভারত কি সত্যিই লাভবান হবে ?

অরুণ জেটলি (রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা)

বালির সম্মেলনে কয়েককোটি দরিদ্র ভারতবাসীর খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে অন্তর্বর্তি ব্যবস্থা গ্রহণে সম্মত হয়েছে। চার বছরের জন্য এই অন্তর্বর্তি ব্যবস্থা, যেসময় কালের মধ্যে স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার শপথ নেওয়া হয়েছে। এভাবেই ভারত উন্নত দেশগুলির আহবানে তথাকথিত শান্তি চুক্তিতে রাজী হয়েছে, রাজী হয়েছে বাণিজ্য চুক্তিতেও যার কোনও প্রয়োজন ছিলনা।

বালির এই সম্মেলনের আগে সরকার ঘোষণা করেছিল যে খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প নিয়ে কোনও আপস রফায় যাওয়া হবেনা। কিন্তু সম্মেলনে ঠিক এর উল্টোটাই করা হল। এই চুক্তির পর ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্পে ডব্লিউটিও ভুক্ত যেকোনও দেশের নাক গলানোর ক্ষেত্র তৈরি হল।

এই চুক্তির ৪ ধারায় রক্ষাকবচ হিসেবে যা বলা আছে তাহল, সদস্য হিসেবে যে কোনও উন্নয়নশীল দেশ যদি এই প্রকল্পের নিশ্চয়তার জন্য বিশেষ সুবিধা চায় তবে ২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তাকে নিশ্চিত করতে হবে যে অন্য সদস্যের বাণিজ্য ও খাদ্য নিরাপত্তায় তার কোনও বিরূপ প্রভাব পড়বেনা। এই ধারা ভারতের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। এবং তা ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্পকে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করাতে পারে। ভারতে দারিদ্রের সংজ্ঞা, দরিদ্র মানুষদের পুষ্টি , ভর্তুকির পরিমাণ সবকিছু নিয়েই প্রশ্ন উঠতে পারে। বালির সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে ভারত সরকার দেশের খাদ্য নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থাকে প্রশ্ন তোলার অধিকার দিচ্ছে।

চুক্তির ৬ ধারা অনুযায়ী ভারতের উপর বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে পাবলিক স্টক হোল্ডিং প্রোগরামের অনুরোধ এলে অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেই তা করতে হবে। এর ফলে আন্তর্জাতিক স্তরে স্কুটিনি ভারতের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক হল।

একদিকে আমাদের বলা হল খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনও সীমাবদ্ধতা ভারত গ্রহণ করবেনা। কিন্তু এই চুক্তির ফলে ডব্লিইউটিও ভুক্ত দেশগুলিকে আমাদের আমাদের খাদ্য নিরপত্তা প্রকল্প নিয়ে প্রশ্ন তোলার বা জোর করার অধিকার দেওয়া হল। আমাদের দেশের কৃষক ও দরিদ্র মানুষদের অধিকার সমপর্কে আমাদের দেশের সংসদ নয়, অন্য দেশের হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা পাকা করা হয়েছে।

চলতি দামের উপর ভর্তুকির যে অনুরোধ ভারত করেছিল তা মানা হয়নি। দেশের মানুষের খাদ্যের অধিকার নিয়ে বোঝাপড়া করার বিনিময়ে ভারত কী পেল ? এই সহজ বাণিজ্য চুক্তি বরাবর চেয়ে এসেছে উন্নত দেশগুলি। ভালো পরিকাঠামো, ভালো কাসটমস পরিসেবা তারা চেয়ে এসেছে যাতে তাদের দেশজ জিনিসের ভাল বাজার গড়ে গড়ে উঠতে পারে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতের অবদান মাত্র ১.৬ শতাংশ। দেশের অর্থনীতির প্রয়োজনেই এটা আরও বৃদ্ধি করা দরকার। উন্নত দেশগুলি, যারা বিশ্ব বাণিজ্যের শতকরা ৮০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের জন্য এই চুক্তি আরও বেশি দরকার। এই

চুক্তির বিনিময়ে দাবি আদায়ের জন্য দরাদরির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে ভারতের। কিন্তু আমরা তা করে উঠতে পারিনি। এই সহজ বাণিজ্য চুক্তির ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে যেখানে সংকল্পের বাঁধনে বাঁধা হচ্ছে, সেখানে উন্নত দেশগুলির আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্য দানের বিষয়টিকে তাদের দয়ার উপরেই ছেড়ে রাখা হচ্ছে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, পরিচ্ছন্ন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লক্ষ্য নিয়ে দোহা ডেভেলাপমেন্ট রাউন্ড প্রকাশ্যে এনেছে। সদস্যভুক্ত সব দেশকে আরও উচ্চাকাঙ্খী করে তুলতেই এই প্রয়াস। কিন্তু কৃষিতে ভর্তুকির প্রশ্নে উন্নত দেশগুলির মনোভাবে সার্থক দরাদরি ব্যর্থ হয়েছে। উন্নত দেশগুলির লক্ষই সহজ বাণিজ্য চুক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের দেশের পণ্যকে উন্নয়নশীল দেশগুলির বাজারে আরও বেশি সহজলভ্য করে তোলা। খাদ্য নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে এরকম কিছুই করা উচিত নয় ভারতের। অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে এই চুক্তির বিশেষ উপধারায় সাড়া দিয়ে স্থায়ীভাবে পুরোপুরি মুক্তির জন্য দরাদরির অধিকার হারাল ভারত।

সেন্ট গ্যালেনের সুইস বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যবিষয়ক অধ্যাপক সাইমন ইভানেট এটা দারুন পর্যবেক্ষণ করেছেন যে এই চুক্তি এটাই প্রমাণ করছে যে কেউ কেউ অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি সমান বা সমমর্যাদার।

(২০১৩ র ১৪ ই ডিসেম্বর প্রকাশিত)